যদি হই সুজন –১
নন্দিনী হোসেন

সমস্যা কে পাশ কাটিয়ে গেলে ,বা সমস্যা আছে তাই যদি স্বীকার করার মানসিকতা না থাকে,তা হলে তা সমাধানের আশা করাটা ও অবান্তর । সমস্যা আছে স্বীকার করার পরেই মাত্র তা সমাধানের প্রশ্ন উঠে । আমাদের দেশ সীমাহীন সমস্যার আবর্তে পরে খাবি খাচ্ছে ,তারপর ও আমরা বলি সব ঠিক-ঠাক ই আছে !আমরা ইন্ডিয়ান দের উদাহরন,আমেরিকান দের উদাহরন টেনে এনে তৃপ্তির ঢেকুর তুলি !তবে ,তা যদি হত কোন ভাল কাজের জন্য,তাহলে আমরা গর্বিত হতাম ।কিন্তু তা তো নয় । আমরা নিজের বিচার বিবেচনা বোধ বা বিবেক যা কিছুই বলি না কেন ,সব কিছু কে বন্ধক রেখে দিয়েছি আজীবনের জন্য । মনকে চোঁখ ঠারি ! যা বিশ্বাস করি তা বলি না । কৃত্রিম কথা বলে আসর মাত করার খেলায় মশগুল থাকি ।ফাঁক তালে যা হবার তাই হচ্ছে । সমস্যার সমাধান তো দূর অস্ত ,এক ই ঘূর্ণিফাকে হাবুডুবু খাচ্ছি । খেতে হবে ই !এ এমন ইএক চক্র,এ চক্র থেকে বের হওয়ার ও কোন ইচ্ছা ,বা মন মানষিকতা আমাদের নেই । আমরা ভাল আছি,বেশ ভাল !

সদালাপে আমার দু'টি লিখা নিয়ে জনাব আবদুর রহমান আবিদ বেশ কিছু কথা বলেছেন ।আমি প্রথমেই বলি ,কারো বাহবা পাওয়ার আশায় আমি কিছু লিখি না ।পেলে খারাপ লাগে না অবশ্য ই ,সে তো মানুষের জন্ম-স্বভাব !কিন্তু সবাই যে বাহবা দেবে না ,তাও বিলক্ষন জানা আছে আমার ! আমি যা কিছুই লিখি,আমার নিজস্ব বিশ্বাস থেকে লিখি ,যা বিশ্বাস করি না তা লিখি না ।তাতে বাহবা পাই বা না পাই তাতে কিছু যায় আসে না !**'সমাজ কে পরিবর্তন করতে হয় সমাজের ভিতরে বাস করেই;বাইরে থেকে ঢিল ছুড়ে নয় '** ।আবিদ সাহেবের প্রথম বাক্যটির সাথে আমি একমত,তবে ঢিল ছুড়া বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন জানি না ।আমি যে টুকু বুঝি সমাজ বদলানোর ব্যাপারে ,তাতে আমার ধারণা হচ্ছে ,অনেক সময় জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা সমাজের নানা অসংগতি বদলাতে হলে,প্রচন্ড রকম সাহসের দরকার আছে ।ঢিল তো ঢিল ,সজোড়ে ঝাঁকুনি দিতে হয় !সমাজ পদে পদে চোঁখ রাঙ্গায় ,পায়ে ভেড়ি দিয়ে রাখে ,কন্ঠ রোধ করতে আসে ,কিন্তু তাতে দমে গেলে তো চলবে না !ধরি মাছ,না ছুঁই পানি করে সমাজ বদলানো যায় না ।সমাজ বদলাতে হলে ,**দিন কে দিন ,রাত কে রাত বলতে হয় ,সাদা কে সাদা,কালো কে কালো বলতে হয়** ।তার জন্য অবশ্য ই দরকার সাহসের !সত্যের সাথে মিথ্যার মিশেল দিলে ,আসলের সাথে নকলের কারবার করলে ,সমাজ বদলানোর আশা করা হাস্যকর ।তখন আবার এই সমাজ ই বিদ্রপ করে,সন্দেহের চোঁখে দেখে !

আমি আমার লিখায় কোথাও বলিনি যে ,মাদ্রাসায় পড়ুয়া সব ছাত্র,বা সব মাদ্রাসা শিক্ষক ই নৈতিকতার দিক দিয়ে অন্যদের তুলনায় নিম্নস্তরের ,শুধু বলেছিলাম ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই যে কেউ নৈতিকতার বিচারে একেবারে সাধু পূরুষ হয়ে যাবে তা ঠিক নয় !আসলে নৈতিকতা এমন একটি বিষয় ,যা এই সব প্রচলিত পূঁথিগত বিদ্যায় দেওয়া সম্ভব নয় আদৌ।ধর্মীয় কঠোর নিগড়ে ও তা অসম্ভব বৈকি !তা হলে তো আরবের দেশ গুলো হতো একেক টি নৈতিকতার স্বর্গ রাজ্য !কিন্তু বাস্তবতা আমাদের তা বলে কি ?আসল কথা হচ্ছে ,আমূল পরিবর্তন আনতে হবে মানষিকতায় ,সমাজে ,ঘরে বাইরে,শিক্ষালয়ে সর্বত্র ।মেয়েদের ও মানুষ হিসাবে গন্য করতে হবে।মেয়েরা ও যে মানুষ ,একজন পুরুষের ই মতো তার ও দু হাত পা,কান নাক চোঁখ সব ই আছে,আছে সব অনুভুতি,এই বোধ টুকুই শুধু তৈরি করে দিতে হবে সমাজে ,তাহলেই দেখবেন অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আপনিতেই !

এ প্রসংগে জনাব আবিদ কে আমার আরেক টি কথা বলার আছে ।আপনার হয়ত ভাগ্য ভাল আবিদ সাহেব,আপনার নিজস্ব পরিমন্ডলে কোন বোন,বান্ধবী কে কোন ছেলের দ্বারা লাঞ্জিত হতে শুনেন নি,বা দেখেন নি কখন ও ।আপনার জানাশুনা বন্ধু -বান্ধব সব ফেরেশতা সমতুল্য মানুষ !জেনে খুব ভাল লাগলো । তবু একটি কথা বলি ,কোন দেশের ছেলেরা কোথায় যায়,তা আমাদের

না শুনিয়ে ,বরং বাংলাদেশে মেয়ে আছে ,এমন কিছু ঘরে পারলে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখুন, অনেক রোমহর্ষক খবর জানতে পাবেন !জানতে পাবেন , কত চোঁখের জল,আর কি পাহার সম অপমান বাংলাদেশের মেয়েদের নিত্য সহচর !তখন আর অন্য দেশের ছেলেরা কি করছে,কোথায় কি ঘটাচ্ছে সেই পরিসংখ্যান হাতড়ে ফিরতে হবে না !

যদি হই সুজন,তেতুল পাতায় ন'জন !দূর্জন হলে সে বট পাতায় ও অন্য কে স্থান দেবে না ,ঠেলে ফেলে দেবে !একাই গ্রাস করতে চাইবে সব কিছু ।আমাদের আজ সুজনের দরকার খুব বেশী করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে !

কল্যান হোক সবার
১০।১১।২০০৩
nondinihussain@yahoo.co.uk